বাবা

--আহমেদ

বাবা, ও বাবা কেমন আছ তুমি মম বিনা ভুবনে।
তোমায় ভেবে ব্যাকুল হৃদয় ডুকরে ডুকরে কাদে।
মনে পড়ে বাবা ছোট্ট যখন ছিলাম আমি, যুবা তুমি ।
মোর খেলার সাথী হতে, ভরিয়ে দিতে মুখ দিয়ে চুমি
তোমারি কঠিন শাসনে কখনবা কেপেঁ উঠত হৃদয়
এখন কত নিয়ম-অনিয়মে পাইনাতো সেই অব্যয়
স্ত্রীর ভালবাসা, মায়ের স্নেহ, বোনের আদুরে চুমা
ভাইয়ের সাথে জড়াজড়ি, তবু হতে কি পারে তুলনা ?
তোমার শাসন ও প্রশ্রয় আপন ভার্স্কয়ে ভাস্বর
তুলনা কেমন করে হয় কাদার সাথে কঙ্কর
ঘুমুতে যাবার কালে তুমি মোদের, চুমু খেতে কপালে
আদরে বুলিয়ে দিতে হাত, পরম মমতায়।
এখন এ যুবাকালে শিশুসম বনে হৃদয় কিসের আশায় ?
বটবৃক্ষের ছায়ার তলে কি এক পরম শান্তিতে
ঘুমন্ত আমি হঠাৎ জেগে উঠি কি এক তাড়নে
জানি না করব কি হে পিতা তোমারি ঋন শোধনে
সুযোগ যদি হয় চুম্বনের রেখা দিব এঁকে কপালে তোমার
হব তোমার পদযুগল হব তোমার ডানহাতের কারবার
তোমার আমার রক্তের বন্ধন,কি দেব তুলনা যতই করি
বন্দন
যখন হাতখানা কলম থেমে দিতে চায়
আবেগ যেন লাভাসম বেরুতে চায় তীব্রতায়
নিজের খেয়াল রেখো বাবা,যত্ন নিও ঠিকমত
বাড়ী ফিরবার কালে যেন অন্তত,পারি জিজ্ঞেসিতে
বাবা, ও বাবা ভাল আছো তো ?

২৪-৫-২০০৩

মা

--আহমেদ

মা, মাগো তোমার কথা ভেবে
বুকের মধ্যিখান থেকে
কেন হাহাকার জেগে উঠে?
দশমাস দশদিন ছিলাম মোরা নাড়ীর যোগাযোগ।
আর এখন ধীরে ধীরে দূরে গিয়ে করছি শোক-ভোগ।
মা, মাগো তোমার আজও কি মনে আছে
সেই প্রথম আমার স্কুলের আঙিনায় যাবার কথা।
তোমার ছেলে যে কি ভয় আর খুশিতে
আত্নহারা হয়ে গিয়েছিল তার গল্পগাথাঁ।
স্কুলে যাবার কালে ঘুমের থেকে জেগে উঠাতে তুমি মা
মুখ ধুয়ে দাতঁ মেজে উঠতেই তাড়া দিতে নাস্তার।
বিদায় কালে চুমু দিয়ে বলতে তুমি
ইস্কুলে যাচ্ছে লক্ষী ,লক্ষী সোনা আমার।

বয়সের সাথে সাথে তোমার বাধঁন
কি নাড়ীর কি স্নেহের ঠেলে চলেছি দূর হতে বহুদূর।
তবু এক বুক তৃষ্ণা আমার তোমার আদর পাবার
যার জন্য এই জগৎ এর অন্য সব বাধঁন ছিড়ে
এক্ষুনি চলে আসতে ইচ্ছে করে
খুশির জল তোমার চোখে দেখতে ইচ্ছে করে
শুনতে ইচ্ছে করে খোকা এলি!! এতকাল পরে!

জানো মা ছিলাম যখন তোমার সাথে
বুঝতে চাইনি যে তুমি আমার কত কাছে।
আর আজ বহু পথ বহু ক্রোশ দূরে
যখনি ভাবি তোমার আদর তোমার কথা,
তোমার আদুরে গলায় খোকা ,আমার খোকা
শরীরের সমস্ত কোষ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠে।
কি এক আর্কষনে যেন বলে উঠে চল যাই, চল যাই
আমার আমার অস্থিত্বের অংশের কাছে।

যখন পড়তে বসি মা, মনে পড়ে পড়ার কালে
খাবার নিয়ে আসতে তুমি বলতে খোকা আমার
অনেক পড়লি বাবা, খেয়ে নে একটু আবার।
আর এখন মাগো কত খাবার,ফলমূল চারপাশে
কত খাই মিটে না যে তবু ক্ষুধা আমার
নাই শুধু সেইতোমার সোহাগ মাখানো খাবার।

চোখের আড়াল করতেনা মাগো ছিলাম যখন ছোট
আদরে-আহ্লাদে, অজানা আশঙ্কায় আকঁড়ে ধরতে কত
বাবার কঠিন শাসনে লুকুতাম তোমার আঁচলের নীচে
রোজ রোজ আচারের বায়নাতে ঘুরতুম পিছে পিছে
এখন মাগো তোমারি মুখ স্মরনে টুকরো টুকরো ছবি
ভাসে নয়নে
সময় আর দূরত্বের টানে স্মরনশক্তি ধোঁকা দেয় কি
যাতনে

দেখে নিও মাগো তোমার খোকা একদিন আসবে ছুটে
সমস্ত বাধাঁ, ব্যবধানের দেয়াল চুরমারে টুঁটে টুঁটে
তোমার কোলে ঝাপিয়ে, অশ্রুর নদী বহিয়ে।
বলবে খোকা মা, মাগো যদি পারতাম
চিরকাল হতাম তোমার ছোট্ট খোকা যেতামনা কভু
বুড়িয়ে।।
২০-৫-২০০৩